মেহেরপুরে সাবেক আমীরের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাটের মামলার আসামি ২৩

মেহেরপুর জেলা জামায়াতের তৎকালীন আমীর হাজি ছমির উদ্দিনের বাড়িতে হামলা, ভাঙচুর, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অপরাধে জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান হাজি গোলাম রসুলকে প্রধান আসামি করে আওয়ামী লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের ২৩ নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে এক শ থেকে দেড়শ জনকে।

আজ সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুরে জামায়াতের সাবেক আমীর আলহাজ্ব ছমির উদ্দিনের ছেলে তাওফিকুল ইসলাম বাদী হয়ে আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন ২০০২ এর ৪(১)(২) উপধারা (১)/৫(১) তৎসহ দণ্ডবিধি আইনের ৪৩৬ ধারায় মামলাটি দায়ের করেন।

আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন আদালতের বিচারক শারমিন নাহার মেহেরপুর সদর থানাকে মামলাটি সরাসরি এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলার আসামিরা হলেন মেহেরপুর জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, বড়বাজার এলাকার যুবলীগ নেতা কাজল দত্ত, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক সদর উপজেলার আমদহ গ্রামের বারিকুল ইসলাম লিজন, নীলমনি সিনেমা হলপাড়ার যুবলীগ নেতা মাহাবুব হোসেন, ১ নং ওয়ার্ডের জুয়েল হোসেন, মল্লিকপাড়া এলাকার যুবলীগ নেতা মাহফুজুর রহমান পলেন, শাহাজিপাড়ার সজল হোসেন, পন্ডেরঘাট এলাকার বায়োজিদ হোসেন, স্টেডিয়ামপাড়ার তুফান আলী, গোভীপুর গ্রামের গোলজার হোসেন, রাঁধাকান্তপুর গ্রামের জুয়েল রানা, শহরের পিয়াদাপাড়া এলাকার তৌহিদ হোসেন, চক্রপাড়ার নাসির হোসেন, গোরস্থান পাড়ার সাবেক ছাত্রলীগ নেতা আনন্দ, নতুনপাড়ার রাজীব হোসেন, বামনপাড়ার দরুদ আলী মেম্বর, বন্দর গ্রামের মোমিন আলী, একই গ্রামের আলতাব হোসেন মহুরি, রাঁধাকান্তপুর গ্রামের সাজু, একই গ্রামের সামিরুল ইসলাম, সাংস্কৃতিক কর্মী বোসপাড়ার নিসান সাবের ও লর্ড মার্কেট এলাকার আসলাম খান পিন্টু।

বাদী তার মামলার আরজিতে লিখেছে, আসামীরা ঘটনার তারিখ ও সময়ে

পরিকল্পিতভাবে দেশীয় অস্ত্র বাঁশের লাঠি, কাঠের বাটাম, জিআই পাইপ, দা, শাবল, ধারালো হাঁসুয়া, ছিপদা, রামদা, পেট্রোল বোমা ও পেট্রোল সহ সহ নানা প্রকার দেশীয় অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বে-আইনী জনতাবন্ধে আবদ্ধ হয়ে ওই তারিখে তথাকথিত আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল নামক কোর্টের মাধ্যমে আর্ন্তজাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মুফাচ্ছিরে কোরআন মাওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর বিরুদ্ধে ফাঁসির রায় ঘোষনার পরপরই ১ ও ২ নং আসামীর নেতৃত্বে আনন্দ মিছিল ও বুনো উল্লাস সহকারে “একটা দুইটা জামাত ধর সকাল বিকাল নাস্তা কর”, “জামায়াতের আস্তানা এই বাংলায় রাখবোনা”সহ নানা প্রকার ভয়ংকর শ্লোগান দিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে আসে। আসামীরা তাদের হাতে থাকা শাবল দিয়ে বাড়ীর নিচ তলার বড় ভাই তারিক মোঃ সাইফুল ইসলামের মালিকানাধীন “মেসার্স তাওহীদ অটো” নামক মোটর সাইকেল পার্টস ও খুচরা যন্ত্রাংশের দোকানের সামনে সার্টার ও তালা ভাংচুর করে। আসামীরা ছাড়াও অজ্ঞাত আসামীগণ দোকানের ভিতরে প্রবেশ করে সমস্ত মালামাল লুটপাট করে। তারা ক্যাশ বাকস থেকে ৮৫ হাজার টাকা চুরি করে নেই। একপর্যায়ে পেট্রোল ঢেলে গ্যাস লাইট দিয়ে দোকানে আগুন লাগিয়ে দেই।

তারা পবিত্র কোরআন শরীফেও আগুন ধরিয়ে দেয়। (যা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা করে)। দোকানে থাকা টায়ার ও টিউব ব্যাটারীতে আগুন লাগায় আগুনের ভয়াবহ লেলিহান শিখায় দোকানের কাঠের র্যাক, শো-কেস সহ সমস্ত জিনিস পত্রাদি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আগুনের কারনে বিল্ডিংয়ের ছাদের ঢালাই পর্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হয়, এবং ছাদের রড পর্যন্ত গলে বাঁকা হয়ে যায়। লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের ঘটনায় প্রায় ৩৩ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে উল্লেখ করেন বাদী।

বাদী আরো উল্লেখ করেন, নিচের আগুনের লেলিহান শিখা ভবনটির দ্বিতীয় তলায় পৌছে গেলে সেখানে অবস্থানরত আমার মা, শতবর্ষী দাদী, দুই বছরের শিশু ভাতিজী, আমার স্ত্রী ও বোনসহ পরিবারের অন্য সদস্যরা ভীত হয়ে প্রাণ বাঁচাতে আকুতি করতে থাকে। আসামীরা আমাদের পরিবার বর্গকে হত্যার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় তলায় প্রবেশ পথের লোহর কেচি গেট রামদা ও দেশীয় অস্ত্র দ্বারা কোপাতে থাকে। এঘটনায় দ্বিতীয় তলায় অবস্থানরত নারী, শিশু পরিবারের সদস্যবৃন্দ মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। পরবর্তীতে আসামীগণ ভয়ভীতিমূলক বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে বাড়ির সামনে পেট্রোল বোমা নিক্ষেপ করে চলে যায়।

মামলার বাদি তাওফিকুল ইসলাম বলেন, আমার প্রাণ নাশের হুমকি থাকায় এতোদিন মামলা দায়ের করতে পারিনি। মামলাটি আদালত খুশি হয়ে সরাসরি নথিভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি আমরা আদালতে ন্যায় বিচার পাবো।
মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবী মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, আমরা এর আগেও এই মামলাটি দায়ের করার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু পরিবেশ আনুকুলে না থাকায় মামলাটি দায়ের করা সম্ভব হয়নি। এখন পরিবেশ সৃস্টি হওয়ায় এই আলোচিত মামলাটি করা হয়েছে। আদালত সন্তুষ্ট হয়ে মামলাটি সরাসরি এফআইআরের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা আশা করছি আদালতে আমরা ন্যায় বিচার পাবো।

এদিকে তৎকালীন জেলা জামায়াতের আমীর আলহাজ্ব ছমির উদ্দিন বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের সন্ত্রাসী বাহিনী আমার সন্তানকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। আমার বাড়ি ঘরে আগুন জালিয়ে দিয়েছে। এখন সময় এসেছে তাদের বিচারের মুখোমুখি করার।

মুজিবনগরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান

মুজিবনগরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মুজিবনগর উপজেলা শাখা এর উদ্যোগে ডেঙ্গু মশার বিস্তার রোধ,দুর দুরান্ত থেকে চিকিৎসা সেবা নিতে আসা মানুষদের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ সৃষ্টি এবং স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কে ময়লা আবর্জনা এবং রোগ জীবাণু মুক্ত করতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করেছ উপজেলা জামায়তের নেতাকর্মীরা।

নতুন সময়ে জনগণের পাশে থেকে জনগণের জীবনমান উন্নয়ন সহ দেশ গঠনে নানা ভূমিকা পালন করে আসছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী তারই অংশ হিসাবে সোমবার সকালে উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতে নেতাকর্মীরা হাসপাতালে আশেপাশে নোংরা আবর্জনা ড্রেন এবং ঝড় জঙ্গল পরিষ্কার করে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের আমীর মাও.খানজাহান আলী, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: আসাদুজ্জামান, উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি খাইরুল বাসার,উপজেলা তারবিয়াত সেক্রেটারি মাওঃ ফিরাতুল ইসলাম নাঈম, উপজেলা শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের সভাপতি ফজলুল হক গাজি, শ্রমিক কল্যান ফেডারেশনের উপজেলা সেক্রেটারি মাও. আনোয়ার হোসেন, উপজেলা জামায়াতের বায়তুলমাল সেক্রেটারি আমির হোসেন, উপজেলা আদর্শ শিক্ষক পরিষদের সেক্রেটারি মোশাররফ হোসেনসহ ইউনিয়ন আমির, সেক্রেটারি সহ নেতা কর্মীরা।

মেহেরপুরে ব্যথিত সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পীদের প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অর্থ প্রদান

মেহেরপুরে ব্যথিত সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পীদের উদ্যোগে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অর্থ প্রদান করা হয়েছে।

আজ সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল, হিসাব নং ০১০৭৩৩৩০০৪০৯৩ তে মেহেরপুর সোনালী ব্যাংক শাখা হতে ৬০,২১২/-(ষাট হাজার দুইশত বারো টাকা) জমা প্রদান করা হয়।

মেহেরপুরের সাংস্কৃতিক কর্মীদের পক্ষে বলা হয়েছে আমরা কয়েকজন ব্যথিত সাংস্কৃতিক কর্মী ও শিল্পীর এই ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে ‘পথ কনসার্ট’ কর্মসূচি আয়োজন করি। এই কর্মসূচি থেকে আমরা পাঁচটি স্থানে আমাদের সংগ্রহিত অর্থ যা মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ ও কোমরপুর বাজারে ১৯,১০০+৬,৫১০, মেহেরপুরের আমঝুপি বাজার এবং শহরে ৭০০৫+১১,০৪০ ও গাংনী বাজার ১৬,৫৫৭= সর্বমোট ৬০,২১২ টাকা উত্তোলন করি। যা আজেকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল,

হিসাব নং ০১০৭৩৩৩০০৪০৯৩ তে মেহেরপুর সোনালী ব্যাংক শাখা হতে উত্তোলনকৃত টাকা জমা প্রদান করেছি।

এ পথ কনসার্ট কর্মসূচিতে সার্বিক ভাবে কাজ করেন অরণি থিয়েটারের সভাপতি ও অরণি চিলড্রেন্স থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা নিশান সাবের, চ্যানেল আই ক্ষুদে গানরাজ প্রতিযোগিতার শিল্পী উদয়, শিল্পী ও কী-বোর্ড বাদক ওস্তাদ নান্টু সরকার, সাউন্ড সার্ভিস সহায়তা/ সাউন্ড ভিশন ফিরোজ, অক্টোপ্যাড বাদক আশিক, সংগীত শিল্পী পাপিয়া, জেসমিন, নাজেরা, আরিফ, লাইলী, কানন ও সুলতানা টনি।

মেহেরপুরে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলার উদ্বোধন

“বৃক্ষ দিয়ে সাজাই দেশ”, “সমৃদ্ধ করি বাংলাদেশ” এই প্রতিপাদ্যকে সমনে রেখে সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলা উদ্বোধন করেছেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও বন বিভাগ।

এ উপলক্ষে আজ সোমবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালি বের করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। পরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে ফিতা কেটে বৃক্ষমেলার উদ্বোধন করা হয়।

এ সময় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান।

বক্তব্য রাখেন বিভাগীয় বন কর্মকর্তা সামাজিক বন বিভাগ (কুষ্টিয়া) কাশ্যপী বিকাশ চন্দ্র, মহিলা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু, জেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা এসটি হামিম হায়দার সহ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ।

সপ্তাহব্যাপী বৃক্ষমেলায় বিভিন্ন স্টলে ফলজ, বনজ ও ঔষধি গাছ সাজিয়ে রাখা হয়।

এ সময় বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন জেলা প্রশাসক শামীম হাসান। এই

মেলায় ১৭ টি স্টল স্থাপন করা হয়েছে।

জামায়াত নেতা হত্যা মামলা: সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও সাবেক এসপিসহ আসামি ১৯

২০১৪ সালে মেহেরপুরে জামায়াত নেতা তারিক মো: সাইফুল ইসলামকে কথিত বন্ধুকযুদ্ধের নামে হত্যার ঘটনায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, তৎকালীন পুলিশ সুপার একে এম নাহিদুল ইসলামসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আজ সোমবার মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট শারমিন নাহারের আদালতের জামায়াত নেতা তারিক মো: সাইফুল ইসলামের ভাই তাওফিকুল ইসলাম বাদি হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। মামলাটি আমলে নিয়ে আদালত সদর থানাকে এফআইআরের নির্দেশ দেন।

মামলায় ১৯ জনের মধ্যে চার জন্য রাজনৈতিক নেতা ও বাকি ১৫ জন পুলিশ, র্যাব, বিজিবি ও প্রশাসনের কর্মকর্তা রয়েছেন।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন তৎকালীন এ এস পি মোস্তাফিজুর রহমান, এ এস পি আব্দুল জলিল, নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট সাঈদ মোমিন মজুমদার, সদর এসি ল্যাণ্ড ফরিদ হোসেন, গাংনী র্যাব ক্যাম্পের কামণ্ডার ক্যাপটেন আশরাফ হোসেন, ডিএডি জাহাঙ্গীর আলম, বুড়িপোতা বিজিবি ক্যাম্পের নায়েক সুবেদার আসাদ মিয়া, ওসি ডিবি বাবুল আক্তার, সদর থানার ওসি রিয়াজুল ইসলাম, ওসি তদন্ত তরিকুল ইসলাম, এ এস আই আব্দুল হান্নান, কনস্টেবল সাধন কুমার, নারদ কুমার, ডিবির কনস্টেবল জিল্লুর রহমান, সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি গোলাম রসুল, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, সাবেক ইউপি সদস্য দরুদ আলী।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, ২০১৪ সালে তারিক মোঃ সাইফুল ইসলাম বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলার সহকারী সেক্রেটারী

ছিলেন। পরবর্তী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দীতা করার সম্ভাবনা থাকায় ভিন্ন মতের নেতৃত্বকে সমূলে বিনাশের লক্ষে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য আসামীরা পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে।

২০১৪ সালের ১৯ জানুয়ারি দুপুরে ব্যক্তিগত কাজে তারিক মোঃ সাইফুল ইসলাম মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার ইসলামি ব্যাংকের কাছে গেলে আসামি বারিকুল ইসলাম লিজন ও দরুদ আলী সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন ও আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম রসুলকে জানায়।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সুপারিশে তৎকালীন পুলিশ সুপার কে এম নাহিদুল ইসলামের নির্দেশে মামলার অন্যান্য আসামিরা তারিককে আটক করে। তাৎক্ষনিক সাংবাদিকরা জানতে পেরে পুলিশ সুপারের কাছে বিষয়টি নিশ্চিত হলেও তারিকের স্ত্রী স্বামীর সন্ধানে পুলিশ সুপারের কাযার্লয়ে গেলে পুলিশ সুপার আটকের বিষয়ে অস্বীকার করেন। আটকের পর গোপনস্থানে রেখে তারিককে শারিরীক ও মানসিক নিযার্তন করে আসামিরা।

পরে রাত সাড়ে ১১ টার দিকে শহরতলী বামনপাড়া শ্বশান ঘাট এলাকায় কথিত বন্ধুকযুদ্ধের নামে একাধিক গুলি করে তাকে হত্যা করা হয়। পরদিন সকালে মেহেরপুর মর্গে থেকে ময়নাতদন্ত শেষে পরিবারের কাছে লাশ হস্তান্তর করে পুলিশ তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পরিবারের কাছে দেওয়া হয়নি এমনকি মামলা না করার জন্য বিভিন্ন ধরণের ভয়ভীতি ও হুমকি দেওয়া হয় এবং দ্রুত লাশ দাফনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

চলতি বছরের ৫ই আগষ্ট গণঅভ্যুত্থানের পর দেশে ন্যায় বিচারের পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় বাদি ন্যায় বিচারের লক্ষে আদালতে মামলা দায়ের করেন।

মুজিবনগরে গুডনেইবার্সের

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন

বহুভাষিক শিক্ষার প্রচার পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং শান্তির জন্য সাক্ষরতা” এই প্রতিপাদ্যে মুজিবনগরে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস।

গতকাল রবিবার বিকেলে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর আয়োজনে, উপজেলার ভবেরপাড়ার সেন্ট জেভিয়ার জুনিয়র হাই স্কুল অডিটরিয়ামে স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের নিয়ে আন্তর্জাতিক স্বাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়।

স্বাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠানে গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর প্রজেক্ট ম্যানেজার সুব্রত টুডু এর সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন।

উপস্থিত ছিলেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক সিস্টার মালতি মালো, গুডনেইবারর্স এর সিনিয়র অফিসার (প্রোগ্রাম) রিফাত আল মাহমুদ, সিডিসি সভাপতি রেহেনা খাতুনসহ গুডনেইবারর্স এর কর্মকর্তা এবং স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ।

গাংনীতে দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ

বিদ্যালয় আঙিনায় ধুমপান করতে নিষেধ করায় প্রধান শিক্ষককে লাঞ্ছিত ও হুমকি দিয়েছেন একই বিদ্যালয়ের দুই সহকারী শিক্ষক।

এঘটনায় বিচার ও জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানিয়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন প্রধান শিক্ষক বাকের আলী। ঘটনাটি গাংনী উপজেলার মটমুড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ঘটেছে।

প্রধান শিক্ষক বাকের আলীর লিখিত অভিযোগে জানান গেছে, সহকারী শিক্ষক মোহাম্মদ শাহেদ মেহদাদ (ইনডেক্স নং ১০৫৩৩৩৫) ও মো: আরিফুর রহমান (ইনডেক্স নং ১১৪৪৪৬৯) বিদ্যালয় আঙিনায় যত্রতত্র দাঁড়িয়ে ধুমপান করে থাকেন।

বিষয়টি নিয়ে শিক্ষার্থীরা বিশেষ করে নারী শিক্ষার্থীরা বারবার অভিযোগ দেই। বিষয়টি আমি ওই দুই শিক্ষককে নিষেধ করার কারনে ক্ষিপ্ত হয়ে আমাকে অন্যান্য শিক্ষকদের সামনে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করেন। তারা দুজনে বলেন, সিগারেট সেবন আমাদের ব্যক্তিগত বিষয়। আমরা সিগারেট খাবো পারলে ঠেকাশ। আমরা যেভাবে স্কুল চালাবো সেভাবেই স্কুল চলবে। এছাড়া হুমকী দিয়ে বলেন, তুই বাসে চড়ে গাংনী যাবি কি করে আমি দেখে নেবো। তারা প্রায়ই আমার সাথে মারমুখী আচরণ করেন। দম্ভ করে বলে আমরা তোর আন্ডারে চাকুরী করিনা। এছাড়া আমাকে প্রাননাশের হুমকী দেন। এই ঘটনার পর আমি মানুষিক ভাবে ভেঙ্গে পড়েছি। চরম নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান প্রধান শিক্ষক বাকের আলী।

বানভাসি মানুষের পাশে দাঁড়াতে মেহেরপুরের ব্যথিত শিল্পীদের ওপেন কনসার্ট

“সব হারানো মানুষের আশ্রয় নাই, এসো আমরা তাদের পাঁশে দাড়াই” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে মেহেরপুর জেলা ব্যথিত সাংস্কৃতিক কর্মীদের উদ্যোগে বানভাসি মানুষের সহযোগিতায় জোলার বিভিন্ন স্থানে”পথ কনসার্ট” অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসময় দর্শক শ্রোতাদের কাছ থেকে অসহায় বানভাসি মানুষের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে।

সাংস্কৃতিক কর্মী নিসান সাবের, চ্যানেল আই খুদে গানরাজের শিল্পী উদয় বাউল ও ওস্তাদ নান্টু সরকারের পরিকল্পনায় এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ৬ সেপ্টেম্বর মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ বাজারে প্রথম পথ কনসার্টের মধ্যে দিয়ে অর্থ সংগ্রহ কর্মসূচি শুরু হয়। এরপর কোমরপুর বাজার, আমঝুপি বাজার ও গত ৭ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজারে এই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বানভাসি অসহায় মানুষের জন্য প্রায় ৫০ হাজার টাকা দান করেছেন মানুষ। সংগ্রীহিত এসব অর্থ মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণতহবিলে প্রেরণ করা হবে।

গতকাল রবিবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর শহরের কাথুলি মোড় থেকে শহর জুড়ে এই কনসার্ট ও অর্থ সংগ্রহ অভিযান চলছে।

চ্যানেল আই খুদে গানরাজ উদয় বাউল বলেন, শিল্পীরাও বানভাসি মানুষের জন্য কিছু করতে চাই। নিজের সামর্থ না থাকায় আমরা গান গেয়ে দর্শক শ্রোতাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে আমাদের ভাই বোনদের কাছে পাঠাবো। আমাদোর সাথে এই কার্যক্রমে আন্তরিকভাবে শ্রম দিয়েছেন স্থানীয় শিল্পী নান্টু সরকার, আরিফুল ইসলাম, পাপিয়া খাতুন, জেসমিন দেওয়ান, ফিরোজ, জবা, আরিফ হোসেন প্রমুখ।

কার্যক্রমের উদ্যোক্তা মেহেরপুর অরণি থিয়েটারের সভাপতি সাংস্কৃতিক কর্মী নিসান সাবের বলেন, মেহেরপুর জেলা ব্যথিত সাংস্কৃতিক কর্মিদের উদ্যোগে বানভাসি মানুষের পাশে থাকতে অনুদান সংগ্রহের জন্য সপ্তাহব্যাপি পথ কনসার্ট বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

আমাদের এই কার্যক্রমের সাথে শিল্পী, সাউন্ড সিস্টেম ও যন্ত্রিরা বিনা পারিশ্রমিকে অংশ নিয়েছেন। তিনি বলেন, সংগ্রীত এই টাকা আমরা জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধান উপদেষ্টার তহবিলে জমা দেবো।

মেহেরপুরে জেলা বিএনপি’র একাংশের বিক্ষোভ মিছিল

ভারতের পানি আগ্রাসন ও নানামুখী ষড়যন্ত্রসহ স্বৈরাচার হাসিনার ফাঁসির দাবিতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র একাংশের বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার (৮ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিএনপি’র বড় বাজার অফিস প্রাঙ্গণ থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কে এসে শেষ হয়।

এসময় সেখানে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি আলমগীর খান ছাতু।

এসময় বক্তব্য রাখেন, যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মিজান মেনন।

বক্তারা বলেন, গত ১৭ বছরে একটি ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্র কায়েম করা হয়েছে। ফ্যাসিস্টদের কারণে ভারতের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে পারেনি, প্রতিবাদ করতে পারেনি। কিন্তু এখন আমাদের সামনে কোনো ফ্যাসিস্ট নেই। ভারতের সব ধরনের আগ্রাসন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সংগ্রাম চলবে।

এসময় বিএনপি নেতা ফরিদুল হক, নাড়ু, খাইরুল, জেলা যুবদলের সহসভাপতি আনিসুর রহমান লাবলু, সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হক, সাবেক ইউপি সদস্য মুস্তাক রাজা, সদর উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি হাসিবুজ্জান স্বপন, জেলা জিয়া মঞ্চের আহবায়ক অ্যাড নজরুল ইসলাম, সদস্য সচিব ও জেলা যুবদলের সদস্য মনিরুল ইসলাম মনি, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি নাহিদ মাহবুব সানিসহ জেলার বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজে বিতর্ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের আয়োজনে দিনব্যাপী বিতর্ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রবিবার (৮ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে ও দুই শতাধিক শিক্ষার্থীর উপস্থিতিতে কলেজের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী এ বিতর্ক কর্মশালা।

এসময় বিতর্ক কর্মশালা উদ্বোধন করেন কলেজের (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যক্ষ ও মেহেরপুর বন্ধুসভার সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন।

কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক রূপালী বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক আবদুল হামিদ, সহযোগী অধ্যাপক মিরাজ উদ্দিন, ইকরামুল হাসান, নাসির উদ্দীন প্রমুখ।